সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ৪ঠা পৌষ, ১৩৮৯

শিক্ষার হার ও প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেছেন যে, '৮৭ সাল নাগাদ শিক্ষার হার ৫০ শতাংশে উন্নীত করা সরকারের লক্ষ্য। সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেয়ার সময় শিক্ষামন্ত্রী সরকারের শিক্ষানীতির ব্যাখ্যা প্রসংগে একথার পুনরুল্লেখ করেন। এক কথায় আগামী পাঁচ বছরে শিক্ষিতের হার দ্বিগুণ করার সংকল্প সরকার নিয়েছেন। এ জন্য শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ও পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন তার প্রস্তুতির দিকটি কতখানি সম্ভবপর হবে, তা এখনও জাতির সামনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়নি। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে বাংলাদেশে শিক্ষিত লোকের হার শতকরা ২৬ ভাগ বলা হয়েছে। গত দু'যুগ ধরে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির অনুপাত প্রায় সমতালে চলেছে। সেদিক থেকে শিক্ষার প্রসারের অগ্রগতিও খুবই মন্থর। এ জন্য বিশেষ করে প্রয়োজন রয়েছে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ।

১৯৫১ সালে দেশে শিক্ষার হার যেখানে ছিল ২১ দশমিক ৭ শতাংশ সেখানে '৮১ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৬ শতাংশে।

বর্তমানে শিক্ষার হার যেখানে ২৬ শতাংশ '৮৭ সালের মধ্যে তা বাড়িয়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার দায়িত্বের ব্যাপকতা এ থেকে সহজে অনুমান করা যায়। মূলতঃ এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোথাও ত্রুটি বা দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হলে তা এক উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা হিসেবেই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দিতে পারে। শিক্ষার উপকরণের দাম বৃদ্ধি, দারিদ্র্য এবং আর্থিক সংকট শিক্ষা বিস্তারের পথে বড় ধরনের বাধা। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা খসড়া পরিকল্পনা দু'বছর শেষ হতে চলেছে, এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ইতিমধ্যেই উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ অর্থ কমিয়ে আনা হয়েছে। বহু প্রকল্পের কাজ ব্যয় সংকোচনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গত বছর শিক্ষা খাতে বার্ষিক ব্যয়ের বরাদ্দকৃত পরিমাণও কমিয়ে আনা হয়েছে। এই নিরিখে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখা উচিত বলে আমরা মনে করি। সুতরাং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূর করে তা সুবিন্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের [illegible] মূলতঃ আর্থিক সংকটহেতু বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই শিক্ষার অগ্রগতি পক্ষে তা একটা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম বা শিশু শ্রেণীতে যেখানে ৮২ লাখ শিশু ভর্তি হলেও খুব কম সময়ের মধ্যে তার এক বিরাট সংখ্যক স্কুল ত্যাগ করছে, পঞ্চম শ্রেণী নাগাদ তা চরম আকার নেয়। ড্রপ-আউটের হার সে পর্যায়ে ৮০ শতাংশের বেশী। কেন ? এ প্রশ্নে সঠিক উত্তর খুঁজে না নেয়া গেলে সমস্যার সঠিক সমাধান বের করে কার্যকর অগ্রগতি লাভ করা যাবে না।

৮২ লাখ শিশু স্কুলে ভর্তি হচ্ছে শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে ; কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী নাগাদ যেয়ে তার শতকরা ৮০ ভাগই শিক্ষাজীবন হারাচ্ছে দৈবচক্রে নয়। সঠিক সন্ধান নিলে দেখা যাবে যে, মূলতঃ আর্থিক কারণেই এর এক বিরাট অংশ পড়াশুনা ছেড়ে দিচ্ছে। আগ্রহ ও মেধা থাকলেও সংগতিতে কুলোয় না অনেকের।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন তেমনি চাই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বল্প মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ। সাথে সাথে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে, নতুবা শিক্ষার ক্ষেত্রে সব প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি অসার্থক প্রমাণিত হবে। '৬৯ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় যেখানে ছিল জিডিপি'র ৩ শতাংশ, '৮১ সালে এসে ব্যয় হচ্ছে তার মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ। এরপর কি করে দাবী করা চলে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ বেড়েছে !

বাস্তব ক্ষেত্রে যথার্থভাবে এর প্রমাণ রাখতে হবে। '৮৭ সালের মধ্যে শিক্ষার হার ৫০ শতাংশ উন্নীত করার জন্য কতটা সম্পদ ও উদ্যমের প্রয়োজন রয়েছে বর্তমানের অবস্থার সাথে তুলনামূলক বিচার করে দেখলে তার সন্ধান সহজেই মিলবে। পরিকল্পনা ও নীতি যেমন বাস্তব পরিস্থিতিকে অনুসরণ করে নির্ধারিত হতে হবে, তেমনি তা বাস্তবায়নেও চাই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। অন্ততঃ সম্পদের সংস্থান ও উদ্যমের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অতীতে ঢাকঢোল পিটিয়ে অবাস্তব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যমের যে অপব্যয় হয়েছে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার চেয়ে দুঃখ সে জন্যই বেশী হয়। এমন ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধের উদ্দেশ্যেই আজ তাই চাই সতর্কতা। প্রতিজ্ঞার পুনরুল্লেখের সাথে সাথে সে বিষয়টিও আবার স্মরণ করিয়ে দেয়া অপ্রয়োজনীয় হবে কী ?